সমকাল

তারিখ ০2 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২-৩

বরিশাল বোর্ডে এসএসসির
হিন্দু ধর্ম পরীক্ষা

দুই পরীক্ষকের ভুলে ফল বিভ্রাট

■ সমকাল প্রতিবেদক

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে চলতি বছর এসএসসির 'হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের ফল বিভ্রাটের বিষয় তদন্তে গঠিত কমিটি গতকাল বুধবার তাদের প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পরীক্ষকরা প্রশ্নপত্রের 'ক' ও 'খ' সেট গুলিয়ে ফেলায় পরীক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। যারা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

দুই পরীক্ষকের ভুলে ফল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এগুলো করছেন, তাদের অবশ্যই শাস্তি দেব। বেতন বন্ধ করব। তার পরে চূড়ান্ত বিচারে চাকরি থাকবে কি থাকবে না, তা ঠিক করা হবে।' দোষীদের কী শাস্তি হতে পারে, তা নিরূপণে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, 'এর জন্য দায়ী হবেন পরীক্ষার খাতার সঙ্গে ফল মেলানোর জন্য যারা শিট দিয়েছেন, তারা। তারা অমনোযোগী ছিলেন বা ভুল করেছেন অথবা দায়সারা কাজ করেছেন।'

বরিশাল বোর্ড থেকে এবার এসএসসিতে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১০ হাজার ৪৯২ জন পরীক্ষা দেয়। তাদের মধ্যে ৫ হাজার ৮০৯ জন ফল পুনর্বিবেচনা ও যাচাইয়ের আবেদন করে। গত ১৪ মে সংশোধিত ফলে এক হাজার ৯৯৪ জনের ফল পরিবর্তন হয়। তাদের মধ্যে ফেল থেকে পাস করে এক হাজার ১৪১ জন; ৭৯ জন জিপিএ ৫ পায়।

ফেল করার খবর শুনে আত্মহত্যা করা সর্বজিৎ ঘোষ নামে এক শিক্ষার্থীও সংশোধিত ফলে পাস করে।

তীব্র সমালোচনার মধ্যে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সচিবকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। হিন্দুধর্ম বিষয়ে ফল বিভ্রাটের ঘটনা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় এ কমিটিকে। প্রথম প্রকাশিত ফল ভুল হওয়া প্রসঙ্গে বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক আগেই জানিয়েছিলেন, নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় দুই প্রধান পরীক্ষক 'খ' ও 'গ' সেট গুলিয়ে ফেলেন। তারা 'খ' সেট প্রশ্নের মূল্যায়ন করেন 'গ' সেটের উত্তরপত্রের মাধ্যমে আর 'গ' সেটের মূল্যায়ন করেন 'খ' সেটের উত্তরপত্রের মাধ্যমে।

ভুলভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ঘটনায় সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোনো সমস্যা আছে কি-না এবং আগে থেকে প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি ছিল কি-না তাও যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এর বাইরে আরও কিছু করণীয় আছে কি-না, কোনো অপরাধের প্রশ্ন আসে কি-না সে বিষয়ে আমরা আদালতের সাহায্য নেব।'